নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও)-এর শর্ত পূরণ এবং অন্যান্য উদ্যোগ গ্রহণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রতি বিএনপিএস-এর আহ্বান

আগামী ২২ ও ২৩ অক্টোবর ২০১৬, ৬৭ বছর বয়সী ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০তম ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বহুল প্রতীক্ষিত এই কাউন্সিলের প্রাক্কালে সকল প্রকার বৈষম্যমুক্ত একটি সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে নারীর ক্ষমতায়নে দীর্ঘদিন ধরে এদেশে কর্মরত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ (বিএনপিএস)-এর পক্ষ থেকে নারীসমাজের বৃহত্তর স্বার্থে দলটির বিভিন্ন স্তরের কমিটিতে নারীর প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ব্যাপারে আমরা দলের নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

আমরা সকলেই জানি, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত সকল রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটিসহ সকল স্তরের কমিটিতে ২০২০-এর মধ্যে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য নিবন্ধিত সকল রাজনৈতিক দলেরই পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি প্রত্যাশিত।

এটা ঠিক যে, নারীর অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের অর্জন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের প্রথম দশটি দেশের একটি। সর্বশেষ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য হিসেবে নারীদের নির্বাচিত হবার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মোট আসনের ২০ শতাংশে নারীরা প্রতিনিধিত্ব করছেন, ১৯৯১ সালে যে হার ছিল মাত্র ১২.৭৩ শতাংশ। নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতায় উন্নতির স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১৫ সালে বাংলাদেশ 'উইমেন ইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম অ্যাওয়ার্ড' নামক আন্তর্জাতিক পুরস্কারেও ভূষিত হয়েছে।

এদিকে ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে সদস্য ও কাউন্সিলর হিসেবে এক তৃতীয়াংশ পদ নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়েছে। উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান পদেও নারীদের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। সংরক্ষিত আসনের পাশাপাশি নির্বাচনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও অনেক নারী মেয়র, চেয়ারম্যান, সদস্য ও কাউন্সিলর পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সব মিলিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে বর্তমানে ১৫ হাজারেরও বেশি নারী সদস্য প্রতিনিধিত্ব করছেন।

আমরা অবগত যে, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের পথ ধরে বাংলাদেশ সরকার নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য একটি খাত হলো শিক্ষা। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলে-মেয়ের অনুপাতে এখন মেয়েরাই এগিয়ে। উচ্চশিক্ষায়ও নারী উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়েছে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য খাত হলো জেন্ডার বাজেট। গত তিনটি অর্থবছরে সরকার ৪০টি মন্ত্রণালয়ের জেন্ডার বাজেট ঘোষণা করেছে। কিন্তু নারীর অগ্রগতির এত সব উজ্জ্বল ফিরিস্তি সত্ত্বেও সব মিলিয়ে নারী এদেশে আজো পুরুষের তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। কারণ ১৯৭২-এ প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমতার অঙ্গীকার করলেও স্বাধীনতার পরের ৪৫ বছরেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্য নির্মূল করা যায় নি।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ নারী। সর্বশেষ ভোটার তালিকা অনুযায়ী নারী-পুরুষ ভোটারের সংখ্যাও প্রায় সমানে সমান। কেবল এই যুক্তিতেই জাতীয় সংসদে নারীর সমান প্রতিনিধিত্ব থাকার কথা। কিন্তু অনেক দূর এগিয়েও নির্বাচিত ও সংরক্ষিত আসন মিলিয়ে নারীর জন্য আমরা মাত্র ২০ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পেরেছি। একই যুক্তিতে রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কমিটিতেও নারীর সমান প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাশিত। দলের ভিতরে ও বাইরে গণতন্ত্র চর্চার পরিসর তৈরি করতে হলে আমাদের একদিন সে লক্ষ্যে উপনীত হবার কোনো বিকল্প নেই।

দেশের সংবিধান ও বিদ্যমান নীতি অনুযায়ী নারীর সমঅংশগ্রহণের বিধান থাকা সত্ত্বেও জাতীয় রাজনীতিতে নারীর স্বল্প উপস্থিতির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০০৯ সালে আরপিও সংশোধন করে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন অধ্যায়ে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট শর্ত আরোপ করা হয়। আরপিওর ৯০-এর খ-এর খ(ii) অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় কমিটিসহ রাজনৈতিক দলের সকল স্তরের কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ সদস্যপদ নারী সদস্যদের জন্য সংরক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং এই লক্ষ্যমাত্রা পর্যায়ক্রমে আগামী ২০২০ সাল নাগাদ অর্জন করার বিধান রাখা হয়।

২০২০ সালের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত দলসমূহের কেন্দ্রীয়সহ সকল স্তরের কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ সদস্যপদ নারীদের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাকি আছে আর মাত্র চার বছর। এ সময়ের মধ্যে এই শর্ত পূরণ করতে না পারলে নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিলও করতে পারবে।

বলাই বাহুল্য, গণতন্ত্রের কথা বলা হলেও পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শে পরিচালিত আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর ভিতরে গণতন্ত্রের চর্চা খুবই কম। যে কারণে অন্য সকল ক্ষেত্রের মতো রাজনৈতিক দলগুলোতেও নারী-পুরুষ অনুপাত ৫০:৫০ থাকার প্রাসঙ্গিক সাংবিধানিক ভিত্তি থাকলেও আরপিওর ন্যূনতম শর্ত বাস্তবায়নেও দলগুলোর মধ্যে খুব একটা আগ্রহ দেখা যায় নি। নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ-এ নিবন্ধিত মোট ৪০টি (পহেলা আগস্ট

"to fix the goal of reserving at least 33% of all committee positions for women including the central committee and successively achieving this goal by the year 2020;"

90Bb(ii), Registration of Political Parties with the Commission, Chapter VIA, The Representation of the People Order, 1972 (as amended up to 2013)

২০১৩ মহামান্য হাইকোর্ট জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ-এর নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করেছে) রাজনৈতিক দলের একটিও এক্ষেত্রে সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধন করে নি, করতে পারে নি বা করতে চায় নি। এমনকি, নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত কোনো রাজনৈতিক দলই পর্যায়ক্রমে কবে ও কী হারে নারী প্রতিনিধি বাড়িয়ে ২০২০-এর মধ্যে বিভিন্ন কমিটিতে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করবে তার কোনো রূপরেখাও জনসমক্ষে প্রকাশ করে নি।

দৈনিক সমকালে প্রকাশিত গত ৭ মার্চ ২০১৬-র এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, রাজপথের বিরোধী দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী আছেন যথাক্রমে ১২.৩৩, ১১.১১ এবং ৭.৬৯ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত অন্য দলগুলোর বিভিন্ন কমিটিতে নারী উপস্থিতির হার আরো অনেক কম। এদিকে ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল পরিচালিত ২০১৪ সালের এক জরিপ থেকে জানা যায়, দলগুলোর তৃণমূলের কার্যনির্বাহী কমিটিগুলোতে নারী আছেন মাত্র ১ থেকে ২ শতাংশ। সম্প্রতি বিএনপির একটি কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হলেও কমিটিতে নারী উপস্থিতি বিশেষ বাড়ে নি। তদুপরি, ঘোষিত বিভিন্ন কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্তির কাজ এখনো অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

২০১২ সালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের পর থেকে এখন পর্যন্ত কার্যকর বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৭৩ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারী সদস্য ছিলেন ১১ জন। সভাপতিমণ্ডলির সদস্য সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিনের মৃত্যুবরণ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী স্পিকার নির্বাচিত হওয়ায় বর্তমানে কমিটিতে নারী আছেন মাত্র ৯ জন, শতকরা হারে যা ১২.৩৩ শতাংশ। এই দলটিরও জাতীয় পর্যায়ের অন্যান্য কমিটি ও স্থানীয় কমিটিতে নারী সদস্যের উপস্থিতি অনেক কম। অর্থাৎ, আরপিওর লক্ষ্য অর্জনে দলটিকে আরো অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমরা আশা করব, দেশের প্রাচীনতম ও ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাদের ২০তম ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলে ঘোষিত কমিটিতে/কমিটিসমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করবে, স্থানীয় বিভিন্ন কমিটিতে নির্দিষ্ট হারে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করবার নির্দেশনা দেবে এবং আরপিওর শর্ত অনুযায়ী ২০২০ সালের মধ্যে সকল পর্যায়ের কমিটিতে পর্যায়ক্রমে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করবার লক্ষ্যমাত্রা জনসাধারণ্যে প্রকাশ করে পথিকৃৎ হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী রাজনৈতিক দল। কাজেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের অন্যতম শর্ত নারী-পুরুষ-সমতা প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় নির্বাচনের নির্বাচনী ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দেওয়া ঘোষণা ও ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নে সরকারের পাশাপাশি দলটিরও দায়বদ্ধতা রয়েছে। তা ছাড়া, দলের গঠনতন্ত্রের দশম অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'নারী নির্যাতন বন্ধ, নারীর অধিকার ও মর্যাদা সংরক্ষণ এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ সুনিশ্চিতকরণ'-এর দায়িত্বও দলটিকেই নিতে হবে। কাজেই বৃহত্তর নারীসমাজের স্বার্থে আমরা চাই দলটি তার সকল স্তরের কমিটিতে কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্ত করবার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা ছাড়াও নারীর অগ্রগতির প্রতিকূলে ভূমিকা রাখে এমন প্রতিবন্ধকতা নির্মূলে সক্রিয় তৎপরতা চালাবে।

নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে দেশে এখনো ভয়াবহ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। গত ২ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-র 'নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ ২০১৫'-এর তথ্য অনুযায়ী দেশে সার্বিকভাবে নারী নির্যাতনের হার কমলেও এখনো বিবাহিত নারীদের প্রায় ৮০ শতাংশই বিভিন্নভাবে নির্যাতনের শিকার হয়। যেকোনো ধরনের নির্যাতনই যেখানে নারীর ক্ষমতায়নের অন্তরায়, সেখানে নির্যাতনের এ উচ্চহার খুবই উদ্বেগজনক। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও ৩০ লক্ষ শহীদের আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীন দেশের নাগরিকদের মধ্যে যে আশা-আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়েছিল, তার বাস্তবায়নে আমাদের অবশ্যই নারী নির্যাতনের রাশ টেনে ধরতে হবে। কাজেই এ ব্যাপারে দলটির কঠোর অবস্থান নেয়া অত্যাবশ্যক, যাতে কোনো নারী নির্যাতনকারী ও নারীবিদ্বেষী ব্যক্তি দলটির কোনো স্তরেই আশ্রয়-প্রশ্রয় না পায় এবং দলের প্রত্যেক কর্মী যেন নারী নির্যাতন ও বাল্যবিবাহ বন্ধে স্ব স্ব এলাকায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

আমরা আশা করি, রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কমিটিতে নারীর জন্য কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা বিষয়ক আরপিওর নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ এবং নারী নির্যাতনের বর্তমান চিত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন নিশ্চিত করার ভিতর দিয়ে আমাদের নারীরা রাজনীতি, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরো বেশি করে দৃশ্যমান হয়ে উঠবে; যার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন বেগবান হবে, দলগুলোতে গণতন্ত্র চর্চার পরিসর বাড়বে এবং দেশ করবে প্রভূত উন্নতি সাধন। নিশ্চয়ই আমরা সবাই-ই তা চাই।

বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ
১৩/১৪ বাবর রোড, ব্লক বি, মোহাম্মদপুর হাউজিং এস্টেট, ঢাকা ১২০৭
ফোন : ৯১৪২১১০, ৯১৪৩৪৭৭; ইমেইল : bnps@bangla.net.bd; ওয়েবসাইট : www.bnps.org